জকসু নির্বাচন

অন্তর্ভুক্তিমূলক প্যানেল গঠনের চেষ্টায় ছাত্র সংগঠনগুলো

ছবি: ফাইল

ইমরান হুসাইন

প্রকাশ: ৩১ অক্টোবর ২০২৫ | ১১:২২

- অ +

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) নির্বাচনের বিধিমালা প্রকাশ ও নির্বাচন কমিশন গঠনের মধ্য দিয়ে প্রথমবারের মতো ছাত্রসংসদ নির্বাচনের ঘণ্টা বেজে উঠেছে। রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনগুলো এখন অন্তর্ভুক্তিমূলক প্যানেল গঠনের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর পাশাপাশি কিছু স্বতন্ত্র শিক্ষার্থীও আংশিক বা পূর্ণাঙ্গভাবে নিজেদের প্যানেল গঠনের চেষ্টা করছে।

শাখা রাজনৈতিক দলে সূত্রে জানা যায়, চারটি রাজনৈতিক ছাত্রসংগঠন অন্তত তিনটি প্যানেল গঠনের উদ্যোগ নিচ্ছে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শাখা ছাত্রদল ও বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির অন্তর্ভুক্তিমূলক প্যানেল গঠনের পরিকল্পনা করেছে, অন্যদিকে জাতীয় ছাত্রশক্তি ও ছাত্র অধিকার পরিষদ যৌথভাবে একটি প্যানেল গঠনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারলেও এই দুই দলের মধ্যে আলোচনা চলছে।

এদিকে শাখা ছাত্রদল সূত্রে জানা যায়, ইতোমধ্যে সংগঠনের বাইরেও ক্যাম্পাসের পরিচিত মুখ এমন শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করছে। ছাত্রদলে শীর্ষ তিন পদ–ভিপি, জিএস ও এজিএসের মধ্যে দুইটি পদে পরিচিত ও জনপ্রিয় নারী প্রার্থী থাকতে পারেন। এর মধ্যে অন্তত একজন হবেন ছাত্রদলের বাইরে থেকে। এছাড়া অন্যান্য পদে তারা অ্যাকাডেমিক, ক্রীড়া বা অন্যান্য ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জনকারী শিক্ষার্থীদেরও অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। তবে প্যানেলে পাঁচ থেকে সাতজন পর্যন্ত প্রার্থী সংগঠনের বাইরের হতে পারে।

এদিকে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরও তাদের সাংগঠনিক কাঠামোর বাইরে থেকে নারী শিক্ষার্থী ও অন্যান্য শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্ত করে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক প্যানেল গঠনে চেষ্টা চালাচ্ছে। শীর্ষ তিন পদের অন্তত একজন প্রার্থী সংগঠনের বাইরের হতে পারেন বলে জানা গেছে। ছাত্রশিবির তাদের সহযোগী সংগঠন ছাত্রী সংস্থা থেকে নারী শিক্ষার্থীসহ জুলাই আন্দোলনে অংশ নেওয়া এবং সমমনা শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। এছাড়া ছাত্র শিবির ক্যাম্পাসে যারা মেধাবী ও সুন্দর ভাবমূর্তির অধিকারী এবং শিক্ষার্থীদের অধিকার নিয়ে আন্দোলনে সক্রিয় তাদেরকে প্যানেলে নেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে এখন পর্যন্ত প্যানেল চূড়ান্ত হয়নি।

অন্যদিকে, জাতীয় ছাত্রশক্তি ও ছাত্র অধিকার পরিষদ যৌথ প্যানেল গঠনের আলোচনা চলছে। যেখানে উভয় সংগঠন নিজেদের মধ্যে পদ ভাগাভাগি করবে। তারা ভালো অ্যাকাডেমিক ও আন্দোলনে থাকা পরিচিত মুখও অন্তর্ভুক্ত করতে পারে।

বামপন্থি ছাত্রসংগঠনগুলোও একক প্যানেল গঠনের বিষয়ে আলোচনা করছে- কারণ, একাধিক প্যানেল দেওয়ায় তারা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভরাডুবির সম্মুখীন হয়েছে। সূত্র জানিয়েছে, তারা এমন শিক্ষার্থীদেরও অন্তর্ভুক্ত করতে পারে, যারা রাজনৈতিকভাবে সম্পৃক্ত না হলেও ক্যাম্পাসের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয়।

এছাড়া রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর বাইরে, ক্যাম্পাসের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় শিক্ষার্থীরাও স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন। তবে এসব স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে কোনো প্যানেল গঠিত হবে কিনা, তা এখনও অনিশ্চিত।

এ প্রসঙ্গে শাখা ছাত্রদলের জগন্নাথ সদস্যসচিব শামসুল আরেফিন বলেন, ‘আমরা এখনও প্যানেল চূড়ান্ত করার বিষয়ে আলোচনা করছি। আমাদের এখনো কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয়নি। যারা আগ্রহ দেখিয়েছেন, তাদের মধ্যে জসদে’র বাইরে থাকা শিক্ষার্থীদেরও আমরা সমর্থন দিচ্ছি। নারী ও হিন্দু শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা চলছে।’

শাখা শিবিরের সভাপতি মো. রিয়াজুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা অন্তর্ভুক্তিমূলক প্যানেল গঠনের চেষ্টায় আছি। প্যানেলে শিবির, ছাত্রী সংস্থা এবং সংগঠনের বাইরের শিক্ষার্থীরাও থাকবেন।’

ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতি এ কে এম রাকিব জানান, ‘ছাত্রশক্তির সঙ্গে আলোচনা অনেকটাই এগিয়েছে, তবে কিছু বিষয়ে এখনও আলোচনা চলছে, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি।’

একই বক্তব্য পুনরায় উল্লেখ করে, ছাত্রশক্তির জগন্নাথ ইউনিটের আহ্বায়ক ফয়সাল মুরাদ বলেন, ‘আমরা যোগ্য এবং নেতৃত্বগুণ সম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেব, যা শিক্ষার্থীদের কাছে গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হবে। এতে নারী ও হিন্দু শিক্ষার্থীরাও অংশগ্রহণ করবেন।’

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতি ইভান তাহসীব বলেন, ‘আমরা আমাদের প্যানেলে সর্বোচ্চ অন্তর্ভুক্তি ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করব। এতে বিভিন্ন প্রগতিশীল সংগঠন, নারী শিক্ষার্থী এবং আদিবাসী শিক্ষার্থীরাও থাকবে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনকেও অন্তর্ভুক্ত করার কথা বিবেচনা করা হচ্ছে।’

এদিকে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়ার জন্য কাজ করছে এবং নির্বাচন আচরণবিধি চূড়ান্ত করার প্রস্তুতি চলছে, যদিও নির্বাচনের সময়সূচি এখনও চূড়ান্ত হয়নি।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক মোস্তফা হাসান বলেন, আচরণবিধি তৈরির কাজ চলমান। এটি আগামী রোববার সব স্টেকহোল্ডারের সঙ্গে বসে চূড়ান্ত করা হবে।

বিষয় : জকসু